LUSOM এবং Australia's Biggest Morning Tea

রোকেয়া আহমেদ

মানুষ সভ্যতার আদিকাল থেকেই নিরাপত্তা, সংগ এবং জীবন যাপনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য দল গঠন করেছে। এই দলকে কেন্দ্র করেই পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব যা বিকাশের ধারা ধরে আজকের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর বাংগালীর দলপ্রীতি বোধহয় আরো বেশি। কোথায় যেন পড়েছিলাম তিনজন বাংগালী একত্রিত হলেই দূটো দল তৈরী করে। বাংগালীর দলপ্রীতি নিয়ে যত নেতিবাচক কথাই প্রচলিত থাক, দলীয় সমঝোতা এবং শক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা দেশে-প্রবাসে অনেক মহান, সুন্দর এবং বড় বড় কাজ করতে পেরেছি। আজ আপনাদের তেমনি একটি দল গড়ে উঠা এবং তাদের কার্যক্রমের গল্প বলতে চাই।

সভ্যতার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে হোক বা অগনিত ভাইবোন, সংগীসাথীর সাথে একযোগে বেড়ে ওঠার কারনে হোক; আমার মাঝে কোন না কোন দল গড়ে তোলার প্রবনতা সবসময়েই ছিল। আমার 'দলবাজী' করার উদাহরন হিসেবে পাড়ার সব সংগীসাথীদের নিয়ে দল তৈরির কথা বলা যায়। নিয়মিত খেলাধূলা ছাড়াও শখের নাটক, সাংস্কৃতিক চর্চা, দেয়াল পত্রিকা বের করা এবং যখন তখন চড়ুইভাতির আয়োজন করা ছিল এই দলের প্রধান কার্যক্রম। পরবর্তীতে পাড়ায় মেয়েদের একটি সঞ্চয়ী সমিতি বা দলের কথাও উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমাদের মা খালারাও অংশ নিয়েছিলেন। এই দলটির নাম ছিল LUSOM, যা প্রায় দুবছর টিকে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরেই আমার এই 'দলপ্রীতি' একটি চুড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ ধারণ করে। প্রথম বছরেই আমাদের ১১ জনের একটি বিশাল দল তৈরী হল, এবং 'সংযোগ' নামে একটি সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশনার মাধ্যমে তার প্রাথমিক আত্নপ্রকাশ ঘটে। এবং এর পরবর্তি পদক্ষেপটিই ছিল LUSOM, যার অন্যতম সহযোগী হিসেবে শিখাকে পেয়ে যাই। পাড়ার করা সঞ্চয়ী সমিতির আদলে LUSOM ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সদস্যরা প্রতিমাসে ১০ টাকা করে জমাত এবং সেজন্য TSC'র জনতা ব্যাংক শাখায় একটি সেভিংস একাউন্ট ও খোলা হয়েছিল। থার্ড ইয়ারে এই সঞ্চেয়ের হার বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হয় । যাই হোক দলীয় দন্দ্ব, অর্থনৈতিক অপারগতা, বিয়ে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে LUSOM'র সদস্য সংখ্যা কমতে থাকে, মাস্টার্সে গিয়ে সেটা হারাধনের দুটি ছেলের মত শিখা আর আমাতে এসে পর্যবসিত হলো। LUSOM'র বড় সার্থকতা হলো এর সূত্র ধরেই আমরা বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। LUSOM'র এর সঞ্চিত টাকা দিয়েই আমি এবং শিখা একটি বুটিক ব্যবসা শুরু করি-যদিও সেটা দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়নি নানা কারনে। LUSOM'র এর টাকা আমাদের সবচেয়ে কাজে লেগেছিল মাস্টার্সের পর ইন্ডিয়াতে ষ্টাডি ট্যুরে যাওয়ার কাজে। পড়াশোনা শেষে বিয়ে, চাকরি, প্রবাসযাত্রা ইত্যাদি নানা কারণে টানা সাত বছর চালু থাকার পর LUSOM বন্ধ হয়ে যায়।

যাই হোক এবার সাম্প্রতিক LUSOM'র এর গল্প বলি। এখানে এসেও এরকম আরেকটি দল গড়ার সুপ্ত ইচ্ছে ছিল বরাবরই। সমমনা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গড়া একটি দল, যারা শুধু নিজেদের সম্পদ প্রবৃদ্ধির কথাই চিন্তা করবেনা, যতটুকু সম্ভব অন্যের জন্য নিজেদের সীমিত সাধ্যের মধ্য দিয়েই কিছু করার চেস্টা করবে। Macarthur Diversity Services তে DIAC ফান্ডেড একটি প্রজেক্টে কাজ করার সময়

মিন্টুতে বাংলাদেশী ওমেনস গ্রুপ রান করার দায়িত্ব ছিল আমার। বছর দুয়েক ধরে এই দলটি নানারকম Information session এবং Workshop এ অংশগ্রহন করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে নৈকট্য ও সৌহার্দ্য গড়ে তুলেছিল। এই নৈকট্যকে ধরে রাখার তাগিদ থেকেই সদস্যরা একটি সঞ্চয়ী সমিতি গড়ে তোলার প্রস্তাবনা করেন। সবার স্বতস্ফূর্ত সম্মতি ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে LUSOM নামটিই দলের নাম হিসেবে নির্বাচন করা হয় এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ৮ জন সদস্য নিয়ে LUSOM পুরনো নাম নিয়ে নতুন আংগিকে তার যাত্রা শুরু করে। LUSOM রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ব্যক্তিগত মতবাদ ও প্রভাব থেকে মুক্ত একটি অনানুষ্ঠানিক Friend's Group। LUSOM মানে হল **L**et **U**s **S**hape **O**ur **M**oney, এই মানি শেপিং এর মধ্যে সেভিংস, ইনভেস্টমেন্ট, এবং চ্যারিটি ও ফান্ডরেইজিং অন্তর্ভূক্ত। আমাদের কস্টার্জিত আয়কে নিজেদের এবং অন্যের কল্যাণে ব্যয় করা। জেনে বা না জেনে এখানের ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আমরা প্রয়োজনের নামে অনেক অপচয় করি। LUSOM'র সব নারী সদস্যরা এই অপচয় কে কমিয়ে সংসারের ব্যয়ভার থেকে প্রতিমাসে কিছু সঞ্চয় করবেন এবং সেই সম্মিলিত সঞ্চয় কোন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করবেন। এর পাশাপাশি যতদুর সম্ভব জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে মানবতার জন্য কিছু করার চেস্টা করবেন। LUSOM'র সহজ পলিসি হলো "Live and let others live"।

এই দলীয় মূল্যবোধের কারনেই জন্মলগ্ন থেকে মাত্র আড়াই বছরে LUSOM বিভিন্ন চ্যারিটি ও ফান্ডরেইজিং কাজে অংশ নিয়েছে যার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল Australia's Biggest Morning Tea এর আয়োজন, ক্যাম্পবেলটাউন বাংলা স্কুলের ফান্ডরেইজিং এ সাহায্য করা, এবং Australian Muslim Welfare Society এর মিন্টো মসজিদ প্রকল্পে অনুদান। LUSOM যে ফান্ডরেইজিং কার্যক্রমের সাথে সবচেয়ে বেশী সম্পৃক্ত সেটি হল Australia's Biggest Morning Tea। Macarthur Diversity Services তে কাজ করার সময়ে ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত আমার অফিসে আমি Australia's Biggest Morning Tea এর আয়োজন করেছিলাম। আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা এবং অপূরনীয় ক্ষতির মাধ্যমে আমি জানি ক্যান্সার কত ভয়াবহ একটি কালব্যাধি। ক্যান্সার সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং এর প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও গবেষনা কার্যক্রমে Cancer Council কে সহায়তা করার মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতিকে কিছুটা হলে ও কাজে লাগানোর চেস্টা করছিলাম। যাই হোক আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ও আবেগপ্রসুত কাজ যে একটি দলীয় প্ল্যাটফর্ম পাবে তা আগে ভাবিনি। । LUSOM গঠনের গোড়ার দিকেই যখন দলীয় ভাবে Australia's Biggest Morning Tea তে অংশ নেয়ার প্রস্তাব করি তখন সব সদস্যই বিপুল আগ্রহের সাথে তা সমর্থন করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সাল থেকে LUSOM সাফল্যের সাথে Australia's Biggest Morning Tea আয়োজন করে আসছে। সব সদস্যরা তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন, তাদের সবার শ্রম ও প্রচেস্টায় LUSOM ২০০৯ এবং ২০১০ সালে Cancer Council তহবিলের জন্য যথাক্রমে $1305 ও $1510 সংগ্রহ করতে পেরেছে। সাংগঠনিক অনভিজ্ঞতা, ক্ষুদ্র পরিচিতি ও নানারকম প্রতিকূলতার মাঝে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা। তারা স্বতস্ফূর্ত আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে এই অনুষ্ঠানের জন্য রান্না করেন, অকৃপন ভাবে দান করেন এবং তাদের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের নিয়ে এসে পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করে তোলেন। এছাড়া সাংগঠনিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে ক্যাম্পবেলটাউন বাংলা স্কুল প্রথম থেকেই আমাদের সহযোগিতা করে আসছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই কঠিন কাজটি এত সহজ অনায়াসে করতে পারতামনা। আর Australia's Biggest Morning Tea'র হৈমন্তি সকালে প্রিয় সব গান শুনিয়ে সিডনীর ব্যতিক্রমধর্মী দল 'লাল সবুজ' মানবতার প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছেন

বরাবর। আজকের এই লেখার মাধ্যমে আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

LUSOM তৃতীয়বারের মত আগামী ১৫ই মে রবিবার সকাল দশটায় ক্যাম্পবেলটাউন বাংলা স্কুলে Australia's Biggest Morning Tea এর আয়োজন করেছে। আপনারা যারা শীতের পিঠা ভালোবাসেন, যারা সকালের সোনালী নরম রোদে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে ভালবাসেন, যারা প্রিয়জনকে পাশে নিয়ে প্রিয় সব গান উপভোগ করতে চান আর যারা চান এই পৃথিবীকে "To make it a better place- for you and for me and for the entire human race" তাদের সবাইকে Australia's Biggest Morning Tea তে সাদর আমন্ত্রন। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, মানবতার সাহায্যার্থে আপনাদের সবার সহযোগিতা আমাদের কাম্য।